দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 19 APR 2012
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়ার পাঠ্যক্রম প্রয়োজন

দেশের অধিকাংশ সরকারি-বেসরকারি কলেজে একজন শরীরচর্চা শিক্ষক কর্মরত থাকলেও সুনির্দিষ্ট কোনো নির্দেশিকা ও নীতিমালা না থাকায় খেলাধূলা ও ক্রীড়া কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সবার কাছে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে। শিক্ষার্থীরাও উৎসাহিত বোধ করে না, অভিভাবকেরাও পাঠ্যক্রমবহির্ভূত কোনো কাজ সন্তানদের করতে দিতে চান না। উপর্যুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকলেও বুক পোস্টের বিড়ম্বনায় শরীরচর্চা শিক্ষকের পদোন্নতি নেই। শারীরিক শিক্ষার ওপর পড়াশোনা করলেও এই শিক্ষকদের পদবি শরীরচর্চা বিষয়ের ঘরে দেখা যায় undeter mind অর্থাৎ নির্দিষ্ট নয়। দুঃখের বিষয় ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতির মতো শারীরিক শিক্ষা একটি বিষয়। কলেজের ক্ষেত্রে এ স্বীকৃতি মিলছে না। আমরা শরীরচর্চা শিক্ষকের কাজকর্মহীন, অপাঙ্‌ক্তেয় তুচ্ছ হয়ে থাকতে চাই না। উপযুক্ত মর্যাদায় অসীম প্রাণশক্তির অধিকারী আগামীদিনের সম্ভাবনাময় তরুণ যুবসমাজকে মাদকের ভয়াবহ ছোবল থেকে রক্ষা করতে চাই। উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়ার পাঠ্যক্রম থাকলে নম্বর পাবার তাগিদেই শিক্ষার্থীরা খেলার মাঠে ফিরে আসবে। অহেতুক সময় কাটাবে না, খেলাধূলা নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটাবে। দেশের ক্রীড়া উন্নয়নে সম্ভাবনার দ্বার খুলে যাবে। পরিশেষে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের কাছে কলেজ শরীরচর্চা শিক্ষকদের পেশাগত সমস্যা সমাধানে কিছু বিষয় উপস্থাপন করছি।

১। উচ্চমাধ্যমিক ও ডিগ্রি পর্যায়ে শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া পাঠ্যক্রম চালু

২। শরীরচর্চা শিক্ষকদের পদবি পরিবর্তন করে শারীরিক শিক্ষার প্রভাষক করা

৩। কর্মরত শিক্ষকদের যেকোনো বিষয়ে মাস্টার্স থাকলে প্রভাষকের মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা দেয়া।

৪। যাদের মাস্টার্স নেই, তাদের ইন সার্ভিস ট্রেনিংয়ে এমপিএড (মাস্টার্স অব ফিজিক্যাল এডুকেশন) সাপেক্ষে প্রভাষকের মর্যাদা দেয়া।

চঞ্চল কুমার কর্মকার
শরীরচর্চা শিক্ষক, কুমারখালী কলেজ, কুমারখালী কুষ্টিয়া।